উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ # ২২, সংখ্যা # ৭৯, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

The Hunger Project. BANGLADESH

এসডিজির স্থানীয়করণ বিষয়ক আলোচনা সভা

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট মানুষকে সংগঠিত করছে এবং স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করছে’

এসডিজির স্থানীয়করণকে ত্বরান্বিত করা এবং এক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে তা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে এসডিজির স্থানীয়করণ বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ নভেম্বর ২০২২, রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘Localizing the SDG’s in Bangladesh: Ways to Accelerate’ শীর্ষক উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর ২.০০টায় শুরু হওয়া এই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, শিশু অধিকার সংক্রান্ত সংসদীয় ককাসের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আরমা দত্ত এমপি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ও এসডিজি বিষয়ক সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট ও সিইও টিম প্রেউইট, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান শেরি স্টমবার্গ।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউএসএআইডির প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট শাহীন বিন সিরাজ, ইউএনডিপির কনসালটেন্ট ফখরুল আহসান, ডব্লিউবিএ-এর ডেপুটি ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম) অরুনব সাহা প্রমুখ। এছাড়া দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল বোর্ডের ডিরেক্টর ও সদস্যগণ, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মভুক্ত এলাকা থেকে আগত বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মিডিয়া থেকে সাংবাদিকবৃন্দ আলোচনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নামে একটি কর্মসূচি অনুমোদন করে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হলেও, এগুলো অর্জিত হতে হবে স্থানীয়ভাবে। তাই এসডিজির স্থানীয়করণ (localization) জরুরি।

এসডিজির স্থানীয়করণের অংশ হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ‘এসডিজি ইউনিয়ন’ গড়ার লক্ষ্যে সরকার, জনগণ ও স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি মিলে ত্রি-পক্ষীয় পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে **ড. শামসুল আলম** বলেন, ‘সাধারণত উপর থেকে পরিকল্পনা ও কৌশল তৈরি করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি যদি আমরা

তৃণমূলে নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই তা বাস্তবে রূপ নিবে। শুধু এসডিজি নয়, যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা তৃণমূলে নিয়ে যেতে না পারলে এর সুফল পাওয়া যাবে না।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে অনেক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টও এসডিজি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সফলতা হচ্ছে সংস্থাটি তরুণ ও নারীদের সংগঠিত করতে পেরেছে, আমি নিজের চোখে এটি দেখেছি। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজে তারা স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমন্বয় করে কাজ করে চলেছে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য এসডিজি হলো সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বিদেশিরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তেমন একটা বুঝে না।' এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমাদেরকে বিশ্বের কাছে নিজেদের অর্জন প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) কাজ করে যাচ্ছে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার ধারণাটি এনজিওদের কাছ থেকেই এসেছে। একইভাবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির ধারণাওটি এসেছে এনজিওদের কাছ থেকে। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আমরা অনেক সময় পটভূমি ভুলে যাই। আমি মনে করি, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যায়ন করার জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে হবে। তাছাড়া এনজিওদের উদ্যোগেও বিভিন্ন গবেষণা হতে পারে। আমরা এ ধরনের একটি তথ্যায়নের প্রচেষ্টা যাচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। একইসঙ্গে দরকার সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও তথ্যের ঘাটতি দূর করা।'

শিশু অধিকার সংক্রান্ত সংসদীয় ককাসের ভাইস চেয়ারম্যান আরমা দত্ত বলেন, 'শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব অল্পতেই তুষ্ট থাকে। সীমিত সম্পদ দিয়েও তারা চমকপ্রদ কিছু করে দেখাতে পারে। আমাদেরকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে যেতে হবে। সরকার একা পারবে না। তাই সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে শুরু করে দাতা সংস্থা, ছোট বড় এনজিও সবাইকে হাতে হাত ধরে কাজ করতে হবে, চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান শেরি স্টমবার্গ বলেন, '২০০৫ সালে আমি আমার ১১ বছরের কন্যাকে নিয়ে প্রথম বাংলাদেশে আসি। তখন আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম দেখার জন্য বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করি। ভিশন ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে তৃণমূলের স্বেচ্ছাব্রতীদের কাজ দেখে আমি তখন অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সূচিত উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি দেখতে আমি আমার আরেক কন্যাকে নিয়ে আবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসি। সেসময় আমি যে অগ্রগতি দেখেছি তা ছিল সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ। আমি দেখেছি তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্বেচ্ছাব্রতীরা সক্রিয় রয়েছে, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। মাত্র নয় বছরের ব্যবধানে আমি বাংলাদেশে অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষ করেছি।' এসডিজির স্থানীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শেরি স্টমবার্গ-এর বক্তব্যের পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার 'Localizing the SDG's in Bangladesh: Ways to Accelerate' শীর্ষক একটি পেপার উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাজ হলো মানুষকে উজ্জীবিত করা, অনুপ্রাণিত করা, সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়ের কারিগর হয়ে ওঠতে পারে, স্থানীয় পর্যায়ে পরিবর্তনের রূপকার হয়ে ওঠতে পারে। আশার কথা হলো, আমাদের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীরা স্থানীয়ভাবে স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ রেখে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে যাচ্ছেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছেন, যা তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখছে।'

তিনি বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট স্থানীয় সম্পদ দিয়ে স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে আমাদের স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে সারাদেশে প্রায় পনেরশ' 'সেলফ হেলফ গ্রুপ' বা গণগবেষণা সমিতি গড়ে উঠেছে। তারা সামাজিক পুঁজি গড়ে তুলেছেন এবং নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। একইসঙ্গে তারা বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের মতো বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণে ভূমিকা পালন করছেন।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ হলো জনগণের দোরগোড়ার সরকার। তাই ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর করতে হলে আইনানুযায়ী ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে মানুষের অগ্রাধিকারগুলো নির্ণয় করে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পক্ষ থেকে আমরাই বাংলাদেশে প্রথম ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করেছিলাম। আমরা মনে করি, এর বাইরে ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, 'এসডিজি এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের সামনে কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তা হলো: ১. জলবায়ু পরিবর্তন; ২. দ্বন্দ্ব-সংঘাত (স্থানীয় ও বৈশ্বিক); ৩. করোনা মহামারি; ৪. দুর্নীতি; ৫. কেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি। এসডিজি অর্জন করতে হলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও উত্তরণ ঘটাতে হবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এসডিজির স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। এটি মূলত চারটি স্তম্ভের (piller) ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভগুলো হলো: ১. তৃণমূলের জনগণকে ক্ষমতায়িত ও সংগঠিতকরণ; ২. নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়িত করা; ৩. স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; ৪. অ্যাডভোকেসি/সামাজিক জোট। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইউনিয়ন পরিষদ, জনগণ ও তৃণমূলের নাগরিক সমাজ। তারা এসডিজি অর্জনের জন্য একটি শেয়ারড/সমন্বিত ভিশন তৈরি করে এবং সরকারি সেবা প্রদান ও বিতরণে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

তিনি বলেন, 'রূপান্তরকারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সেগুলো হলো: ১. প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রম (ভিসিএডব্লিউ) শীর্ষক কর্মশালা; ২. উজ্জীবক প্রশিক্ষণ; ৩. ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আয়োজন; ৪. নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ প্রশিক্ষণ; ৫. ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ; ৬. গণগবেষণা কর্মশালা; ৭. নাগরিকত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা; ৮. গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) গঠন ও জনসম্পৃক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন; ৯. উঠান বৈঠক; ১০. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান ইত্যাদি।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জানান, বর্তমানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট দেশের ৮টি বিভাগের ২৯ জেলার ৫২টি উপজেলার ৪৫৬টি ইউনিয়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইতিমধ্যে সারাদেশে ১ লাখ ৫৬ হাজার স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি হয়েছে, যাদের ৪০ শতাংশই নারী। সারাদেশের ১০ হাজার নারীনেত্রী ও ১ লাখ ইয়ুথ লিডার নানারকম সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছেন।

বক্তব্যের শেষভাগে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা মনে করি, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পরিবর্তন আনয়নের জন্য দরকার কমিউনিটি চালিত প্রচেষ্টা। বিগত সময়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা যেসব শিক্ষা পেয়েছি তা হলো: ১. শান্তি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার; ২. এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি, বিশেষ করে এসডিজির অভীষ্ট ১৬ অর্জন; ৩. সরকারের বিকেন্দ্রীকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পরিবর্তন; ৪. স্বেচ্ছাশ্রম: স্বল্প খরচে টেকসই সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন; ৫. নিজস্ব সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে দরিদ্রদেরকে সংগঠিত করা, যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে; ৬. সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি ও কমিউনিটির ট্রাস্টের অনুভূতি তৈরি করা; ৭. নাগরিকদের সক্রিয়তা; ৮. স্থায়িত্বশীলতার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধি; ৯. পরিবর্তনের রূপকার ও ওয়াচডগ হিসেবে গড়ে তুলতে তৃণমূলের নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।'

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তৃণমূলে অসাধারণ কাজ করছে। আমি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাজ দেখতে বাগেরহাটের বেতাগায় গিয়েছিলাম এবং অনেক উজ্জীবক ও স্বেচ্ছাব্রতীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি তাদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।'

তিনি বলেন, 'ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়ন করছে। এটি বৈশ্বিক এজেন্ডা হলেও এর বাস্তবায়ন হতে হবে স্থানীয়ভাবে, সংশ্লিষ্ট দেশের মালিকানার ভিত্তিতে। আমি মনে করি, এসডিজির স্থানীয়করণ অধিকারবোধ, মালিকানাবোধ এবং সক্রিয় নাগরিকত্ববোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা একটি বড় বিষয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার উপাদান প্রয়োগ করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকেন্দ্রীকরণের অভাব বাংলাদেশে এসডিজির স্থানীয়করণের পথে একটি বড় বাধা। আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অতি রাজনীতিকরণ। স্থানীয় সরকারে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করা ছিল একটি বড় ধরনের ভুল। কারণ এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার আগে যতটুকু অবদান রাখতে পারতো এখন তাও পারছে না। আরেকটি বিষয় হলো, প্রথমদিকে এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও বর্তমানে এ বিষয়ে কিছুটা শৈথিল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আগামী আট বছরের মধ্যে এসডিজির অভীষ্টগুলো অর্জনের জন্য নতুন উদ্দীপনা দরকার।'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট ও সিইও টিম প্রেউইট বলেন, 'বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে এসডিজি অর্জনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীরা যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ হয়েছি। আমি আশা করি, আপনারা আপনাদের এই অসাধারণ কাজ অব্যাহত রাখবেন।'

এসডিজি বিষয়ক সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তৃণমূলে যে কাজ করছে তা এসডিজির স্থানীয়করণের বাস্তব উদাহরণ। আমি মনে করি, উজ্জীবকরা হলেন তৃণমূলের চেঞ্জমেকার বা পরিবর্তনের রূপকার।'

তিনি বলেন, 'এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের নীতি হলো, 'হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচ' বা কাউকে পিছিয়ে না রাখা। এসডিজি বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই আমাদের জাতীয় বাজেট ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা আলাদা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি নানামুখী উদ্যোগের কারণে বিশ্বজুড়ে এসডিজি বাস্তবায়নের সূচকগুলোতে যে কয়টি দেশ সবচেয়ে ভালো করেছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম।'

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্থানীয় সরকার ক্রমান্বয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য ইউএনডিপির উদ্যোগে 'ইউজিপি' ও 'ইউজেডজিপি' দুটো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এগুলোর মাধ্যমে কতগুলো পদ্ধটি ও পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। তাছাড়া এমডিজি'র শুরুতে স্থানীয়করণের জন্য বিভিন্ন কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এসব প্রকল্প ও কাজ অব্যাহত রাখা হয়নি। আমি মনে করি, এমডিজির অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো গেলে এসডিজির স্থানীয়করণ করা সহজ হতো।'

তিনি বলেন, 'এমডিজি'র শুরু থেকেই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্প খরচে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারা। আমি মনে করি, এই কাজের শক্তির জায়গাটা কোথায়, বিশেষ করে সামাজিক পুঁজি কাজে লাগিয়ে যে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন সম্ভব তা জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা দরকার।'

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাশ বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় একদল স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি হয়েছে। আমরা নিয়ম মেনে ইউপির ওয়ার্ডসভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজন করেছি এবং যোগ্য লোকদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিকে একেকটি উদ্ভাবনী ক্লাবে পরিণত করেছি। স্থায়ী কমিটির প্রস্তাবগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা হতো। আমরা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণ এবং ইউপির কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পেরেছি। এসব কারণে বিগত দশ বছর ধরে বেতাগার শতভাগ মানুষ হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করে। ইউপির কাজ বিশেষ করে উদ্ভাবনী কাজগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর 'বেতাগা দিবস' পালিত হয়। আমি মনে করি, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে তৃণমূলের মানুষের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্ভব।'

টাঙ্গাইলের উজ্জীবক ও নারীনেত্রী আঞ্জু আনোয়ারা ময়না বলেন, 'তৃণমূলে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) গঠন করেছি। ভিডিটির মাধ্যমে আমরা প্রথমে সোশ্যাল ম্যাপ করে আমাদের স্থানীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করি। এরপর অগ্রাধিকার নির্ণয় করে আমরা জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। আর এই পরিকল্পনা আমরাই প্রণয়ন করি এবং আমরাই বাস্তবায়ন করি। করোনার সময় আমরা কমিউনিটি ফিলোথ্রোপির মাধ্যমে এলাকা থেকে বিশ লাখ উত্তোলন করেছি এবং সেগুলো দিয়ে মানুষকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছি। এছাড়া নারীনেত্রী, ইয়ুথ লিডার ও গণগবেষক সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে তৃণমূলের উন্নয়নে সক্রিয় রয়েছি এবং এসডিজির স্থানীয়করণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব ও একদল স্বেচ্ছাব্রতী ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় রংপুর ইউনিয়নে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তা তুলে ধরেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন রংপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমরেশ মন্ডল। শুরুতেই স্থানীয় একটি ভিডিটির সভাপতি তরুণ বাবু ভিডিটির নেতৃত্বে যে গ্রামের উন্নয়ন হচ্ছে এবং তৃণমূলে কীভাবে এসডিজি অর্জিত হচ্ছে তার একটি চিত্র তুলে ধরেন।

রংপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমরেশ মন্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা প্রথমত ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে আমরা স্থানীয় জনগণের সমস্যা, চাহিদা নির্ধারণ করি এবং অগ্রাধিকার নির্ণয় করি। এরপর আমরা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করি। সকলের সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি অর্জনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পর অনলাইনে (জুম সফটওয়্যার) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দশটি অঞ্চলের স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল বোর্ড সদস্য ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। এ সময় স্বেচ্ছাব্রতীগণ তাদের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন। স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর মধ্য দিয়েই উক্ত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম ও সফলতার গল্প

ঝিনাইদহ অঞ্চল

দারিদ্র্য বিমোচনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে

গাংনী ও পত্নীতলায় গণগবেষক সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত

গতানুগতিক উন্নয়ন চিন্তার বাইরে দারিদ্র্য বিমোচনের বিকল্প পথ নিয়ে কাজ করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। গণগবেষণা পদ্ধতিতে স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এই সংস্থার সহযোগিতায় সারাদেশে ১ হাজার ৮৫০টি গণগবেষণা সমিতি গড়ে ওঠেছে, যেগুলোর মাধ্যমে ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলেছেন এবং উক্ত পুঁজি ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছেন।

দারিদ্র্য বিমোচনের এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মেহেরপুর জেলার গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী গণগবেষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা গণগবেষক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে নয়টি ইউনিয়নের ২৫০টি গণগবেষণা সমিতি থেকে ছয়শ' প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক। উদ্বোধন শেষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সম্মেলন স্থলে এসে শেষ হয়।

এরপর বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। এজন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অর্জন। আপনারা গণগবেষণা পদ্ধতিতে যৌথভাবে চিন্তা করেন, নিজেদের সমস্যা নিজেরা খুঁজে বের করে নিজেরাই সমাধান করেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি মনে করি আপনার মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করছেন। আমরা আশা করি, আপনাদের এই কাজ আমাদেরকে দারিদ্র্য বিমোচেনের নতুন পথের সন্ধান দিবে।'

বিশেষ অতিথি বক্তব্যে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আপনারা গাংনী উপজেলার দশ হাজার মানুষ আজ সংগঠিত। আপনাদের সাড়ে তিন কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে আগামী এক বছরের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে সংগঠিত করে গাংনী থেকে দারিদ্র্য দূর করতে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমি আশা করি আপনারা সেই কাজে হাতে দেবেন।'

অন্যানদের মধ্যে আলোচনা করেন মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ওবাইদুর রহমান, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উপ-পরিচালক জমিরুল ইসলাম, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন গণগবেষণা ফোরামের সভাপতি আব্দুল হাদী, 'রাঁধাগোবিন্দপুর আলোর পথ গণগবেষণা সমিতি'র সম্পাদক ফরিদা পারভীন প্রমুখ।

এই সময় বক্তারা তাদের নিজ সঞ্চয়কে কীভাবে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করছেন সে সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ, সরকারি সেবায় দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা,

সামাজিক সম্প্রতি তৈরির মতো অন্যান্য সামাজিক সমস্যা কীভাবে সমাধান করছেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, সম্মেলন স্থলে স্থাপিত নিজ নিজ স্টলে গণগবেষকগণ তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য উপস্থাপন করেন।

অন্যদিকে ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ডাক বাংলো অডিটরিয়ামে পত্নীতলা উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের উদ্যোগে দ্বিতীয় গণগবেষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মো. শাহীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১৬০টি গণগবেষক দলের সাতশ'জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. আব্দুল গাফফার। মুখ্য আলোচক হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অন্যান্যের মধ্যে পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ রাহাত, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খাদিজাতুল কোবরা মুক্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মনোরঞ্জন পাল, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল রহমান জাহিদ এবং পত্নীতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে গণগবেষক সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. রুমানা আফরোজ।

আলোচনা সভা শেষে পত্নীতলা উপজেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে সভাপতি পদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মো. শাহিনুর রহমান তালা এবং মোছা. আজুমান আরা কাপ পিরিচ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে ৪১৭ জন ভোটের মধ্যে ২৭৬ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোটগ্রহণ শেষে শাহিনুর রহমানকে সভাপতি, মিলন কুমারকে সাধারণ সম্পাদক এবং ইসাহাক আলীকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট পত্নীতলা উপজেলা ফোরাম গঠন করা হয়।

গণগবেষক সম্মেলনের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন গণগবেষকদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন এবং তাদের কার্যক্রমে চিত্র তুলে ধরে যে উৎসবমুখর পরিবেশে সৃষ্টি হয়, তা উৎসাহিত করতে দশটি ক্যাটাগরিতে ইউনিয়নভিত্তিক সেরা গণগবেষক দল, তিনটি সেরা স্টল এবং দশজন গণগবেষণা সহায়ককে পুরস্কৃত করা হয়।

সংকলনে: মো. সোহেল রানা, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

'নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি'র উদ্যোগে স্বাবলম্বী হচ্ছেন ১৮ নারী

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছোট্ট, শান্ত ও নিরিবিলি একটা গ্রাম নওদা হোগলবাড়িয়া। এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। এখানে নারীদের আয়-রোজগারের জায়গা খুবই সীমিত। প্রকৃত অর্থে পুরুষদের অর্থনৈতিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল এ গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার। কিন্তু নারীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে নতুন করে পথ দেখাচ্ছেন 'নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি'র সদস্যরা।

উক্ত সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পূর্বে ২০১৮ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ১৮ জন নারীনেত্রীকে নিয়ে ভিসিএডব্লিউ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত কর্মশালা থেকে নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত সমিতি গঠনে নেতৃত্ব দেন নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সহ-সভাপতি ও নারীনেত্রী মোছা. ইভা খাতুন। সমিতি গঠনের পর থেকে সমিতির ১৮ জন সদস্য সাপ্তাহিক ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের সহায়তায় ২০১৯ সালে সমবায় অধিদপ্তর হতে নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি নিবন্ধন পায়।

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সমিতির সদস্যদের উৎসাহ যোগান নারীনেত্রী মোছা. ইভা খাতুন। তিনি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পরিশ্রমই উন্নয়নের চাবিকাঠি। পরিশ্রম ছাড়া কারো ভাগ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাইরে থেকে কেউ এসে ভাগ্যের পরিবর্তন করে দিবে না। নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই পরিবর্তন করতে হবে।'

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সমাজসেবা অফিসের অনুদানে ধীরে ধীরে সমিতির সঞ্চয় বাড়তে থাকে। অবশ্য ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে করোনার তাণ্ডবে সমিতির সঞ্চয় প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পারিবারিক আয় কমে যাওয়ায় সদস্যগণ সমিতিতে নিজেদের গচ্ছিত মূলধন প্রত্যেকে ৩০ হাজার টাকা করে ভাগ করে দেন। সেই টাকা দিয়ে নিজেদের ভরণ-পোষণের পাশাপাশি অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে ছাগল, হাঁস-মুরগি, কবুতর ক্রয় করেন তারা। অবশ্য বর্তমানে এই সমিতির পুঁজি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সমিতির উক্ত পুঁজি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে।

এরইমধ্যে ভিডিটির উদ্যোগে সমিতির ১৮ জন সদস্যকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন ও দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেন ভিডিটির সভাপতি নুরুজ্জামান মাবুদ। পাশাপাশি ভিডিটির উদ্যোগে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বাড়তি আয়ের লক্ষ্যে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করার জন্য সবজি বীজ প্রদান করা হয়।

২০২২ সালে সমিতির ১৮ জন সদস্য নিজেদের পরিবার সদস্যদের পোশাক তৈরি ও বাণিজ্যিকভাবে কাপড় তৈরির লক্ষ্যে ১৮টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন, যেগুলোর আনুমানিক মূল্য ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার

টাকা। ধীরে-ধীরে হাঁস-মুরগি, কবুতর ও পশুপালন ও সেলাইয়ের কাজ করে ১৮টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে থাকে। তারা বর্তমানে প্রতিমাসে ৭-৮ হাজার টাকা আয় করেন।

সমিতির সকল সদস্যের বাড়িতে বর্তমানে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন আছে। সদস্যদের মধ্যে যাদের সন্তান রয়েছে তাদের সকলেই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে।

আত্মকর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজেও যুক্ত রয়েছেন এ সমিতির সদস্যগণ। ইতিমধ্যে নারীনেত্রী ইভা আক্তারের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১২টির অধিক উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন।

আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে নিজ পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন গ্রামের অন্যান্য নারীরা।

সংকলনে: শাহ আলম সবুজ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

নারীনেত্রী মলিদা খাতুন-এর সাহসিকতা ও সহযোগিতায় বন্ধ হলো শিখার বাল্যবিবাহ

কলেজ পড়ুয়া শ্রাবণী আক্তার শিখা। শিখার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের জুগীরগোফা গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবা আবু সাইদ একজন মৎস্যজীবী। তিন মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় তাঁকে। পরিবারের স্বাভাবিক খরচ জোগাতেই দিন ফুরিয়ে যায় তার। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে হয়তো কিছুটা দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন তিনি।

দরিদ্র পরিবারের শিখা লেখাপড়ার পাশাপাশি ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করে। এতে যা আয় হয়, তা দিয়ে তার লেখাপড়ার খরচ মেটানো সম্ভব হয়।

জুগীরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় ২০১৯ সালের মার্চ মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলা শহর থেকে শিখার বিয়ের প্রস্তাব আসে। পাত্রের নাম সোহেল। শিখার বাবার বন্ধু মাসুম সাহেব বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন এবং শিখাকে দ্রুত বিয়ে দেওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন।

বিষয়টি জুগীরগোফার ভিডিটির সদস্য ও নারীনেত্রী মলিদা খাতুনের নজরে আসে। মলিদা খাতুন শিখার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদেরকে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। কিন্তু এতে খুব বেশি ফল আসছিল না। অবশেষে, নারীনেত্রী মলিদা খাতুন জুগীরগোফা স্কুল পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মনির সাথে আলাপ করেন এবং ৪নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল গনিকে বিষয়টি জানান। আব্দুল গনি ভিডিটির সদস্যসহ সমাজের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে শিখার বাবা, মা, চাচা ও চাচীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন এবং দীর্ঘ আলাপের পর শিখাকে এখনই বিয়ে না দিতে রাজি হন তার বাবা-মা।

বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়ার পর শিখা আবারো তার লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়। বর্তমানে সে স্থানীয় কলেজে একাদশ শ্রেণিতে লেখাপড়া পড়ছে।

সিলেট অঞ্চল

সুনামগঞ্জে 'সামাজিক সম্প্রীতি সংলাপ' অনুষ্ঠিত

সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান

'সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ তরুণরাই আগামী দিনের আলোর দিশারী। এই তারুণ্যের শক্তি যতবার জাগ্রত হয়েছে, ততবারই বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে।'

সুনামগঞ্জের শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সামাজিক সম্প্রীতি সংলাপে' উপরোক্ত বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট পীর ফজলুল রহমান মিসবাহ।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত এবং ফ্রিডম অব রিলিজিওন অব বিলিফ লিডারশিপ নেটওয়ার্ক-এর সহযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উক্ত সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির উপদেষ্টা অধ্যক্ষ সৈয়দ মহিবুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন সর্বদলীয় সম্প্রীতি উদ্যোগ সুনামগঞ্জ জেলা সমন্বয়কারী মিসবাহ উদ্দিন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রভাষক রজত কান্তি সোম, হাওর বাঁচাও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সুফিয়ান, সুজন সুনামগঞ্জ জেলা কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি আলী হায়দার, জামালগঞ্জ উপজেলার জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান তালুকদার, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মহরম আলী, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আব্দুর ছাত্তার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক রুবেল প্রমুখ।

সংলাপের শুরুতে 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকাই প্রধান' বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ ও এনসিটিএফ-এর বিতার্কিক দল। আলোচনা আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সম্মিলিতভাবে সমাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সম্প্রীতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে দি হাঙ্গার

প্রজেক্ট নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ফ্রিডম অব রিলিজিওন অ্যান্ড বিলিভ লিডারশিপ নেটওয়ার্ক'-এর সঙ্গে যৌথভাবে একটি কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সামাজিক সম্প্রীতি' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভিডিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে

জামালগঞ্জে কাগজের টোঙ্গা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

'আত্মশক্তি বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র হতে পারে না'– এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলা সদর ইউনিয়নের গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যদের নিয়ে কাগজের টোঙ্গা তৈরি বিষয়ক এক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জামালগঞ্জ সদর বাজারে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। নয়াহালট ও শাহপুর গ্রামের ভিডিটির দশজন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন প্রশিক্ষক আলী আজগর। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন শাহপুর গ্রামের ভিডিটির সভাপতি ও নারীনেত্রী শাহীনা আক্তার ও নয়াহালট গ্রামের ভিডিটি কমিটির সহ-সভাপতি ও নারীনেত্রী আয়েশা সিদ্দিকা। জানা যায়, হাওরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার জামালগঞ্জের সাচনা বাজারে কাগজের টোঙ্গার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে টোঙ্গা তৈরি ও বিক্রি করতে পারলে ভিডিটির সদস্যরা ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

এছাড়া ১৭ ডিসেম্বর ২০২২, সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়নের চেচান বাজারে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২২, জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজার গ্রামের ভিডিটির সদস্যদের নিয়ে কাগজের টোঙ্গা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২১ ডিসেম্বর ২০২২, সাচনা বাজার ইউনিয়নের কুকড়া পড়শী গ্রামের ভিডিটি সদস্যদের নিয়ে টোঙ্গা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২১ ডিসেম্বর ২০২২, ছাতক উপজেলার চরমহল্লা ইউনিয়নের জালালীচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিডিটি সদস্যদের নিয়ে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২২ ডিসেম্বর ২০২২, চরমহল্লা ইউনিয়নের সেওতরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভিডিটি সদস্যদের নিয়ে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

কুমিল্লা অঞ্চল

কুমিল্লা অঞ্চলের ছয়টি ইউনিয়নে

এসডিজি অর্জনে জনপ্রত্যাশাভিত্তিক পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রাপ্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার স্থানীয় সমাধান করার লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হেসাখাল ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হেসাখাল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সকল প্রতিনিধি, পরিষদের সচিব, সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হেসাখাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইকবাল বাহার মজুমদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নয়টি নির্বাচিত গ্রাম থেকে পিআরএ-এর মাধ্যমে চিহ্নিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যভিত্তিক সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার স্থানীয় সমাধান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সৈয়দ মোহাম্মাদ নাছির উদ্দিন।

এছাড়াও কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়ন, কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়ন, কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়ন, কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়ন, কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নে একই ধরনের পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড-২০২২ অনুষ্ঠিত

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে লাকসাম গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড-২০২২। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অলিম্পিয়াডে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাকসাম উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক দয়াল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রণজিত চন্দ্র দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, সুজন লাকসাম উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শাহীন, গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক

প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী মজুমদার, সিনিয়র শিক্ষক মাহবুবা আক্তার এবং বকুল রাণী নন্দী। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার কুমিল্লা জেলা ফোরামের যুগ্ম-সমন্বয়কারী সায়মা আফরিন চৈতি।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষভাগে মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াডে কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের মাঝে ক্রেস্ট্র ও সনদ বিতরণ করা হয়।

কুমিল্লায় দুটি ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তিন দিনব্যাপী ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ। ২৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২২, গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মিলনায়তনে উক্ত প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রণজিৎ চন্দ্র দাশ। প্রশিক্ষণে লাকসাম, নাঙ্গলকোট ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার ৩১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এবং ঢাকা অঞ্চলের ইয়ুথ লিডার জারিফ অনন্ত। প্রশিক্ষণের শেষভাগে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটানো, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ারোধে সচেতনতা তৈরি-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক ও সাংবাদিক সহিদুর রহমান শাহীন।

এর আগে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কুমিল্লা শহরের জেমস হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী আরেকটি ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণ।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

দীপকর: আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে অনুকরণীয় এক তরুণের নাম

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কুষ্টিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম পুটিয়ালী নদীর পাড়। এই গ্রামের এক পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী তরুণের নাম দ্বীপ কর। বাবা চন্দন কর, পেশায় একজন কৃষক। মা শিল্পী কর, একজন গৃহিণী।

মা-বাবার একমাত্র সন্তান দীপকর। তিনি ২০১৯ সালে আলমগীর মনসুর (মিন্টু) মেমোরিয়াল কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে ভর্তি হন শহীদ স্মৃতি কলেজে। কিন্তু মা-বাবা দু'জনই অসুস্থ হওয়ায় নিজের লেখাপড়া, সংসারের খরচ ও বাবা-মায়ের চিকিৎসার খরচ নিয়ে তাকে চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়।

দীপকর ২০২১ সালে ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি তাকে উদ্দীপিত করে তোলে। প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেন তিনি। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়ির পাশে দুটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন দীপকর। এর পাশাপাশি পাঁচটি গাভি পালন শুরু করেন তিনি। এসব কাজের মধ্য দিয়ে উপার্জিত আয় দিয়ে তিনি নিজের লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের অন্যান্য খরচ বহনের পাশাপাশি নিজ বাড়িতে একটি পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলেন। দীপকর বর্তমানে একজন স্বাবলম্বী তরুণ।

আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি দীপকর, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার উদ্যোগে গঠিত হয়েছে গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিট। এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ এবং যুব সমাজকে মাদক সেবন হতে দূরে রাখতে ভূমিকা রাখছেন তিনি।

ইভটিজিং রোধে নারীনেত্রী লাইলী আরজুমানারার সক্রিয়তা

নীলা আক্তার, ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খাগডহড় ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামের মো. এমদাদুল হক ও মাজেদা খাতুনের কন্যা। নীলা বেগুনবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরে নীরবে সে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিল। নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকা, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া– এসবের পেছনে একমাত্র কারণ ছিল নীলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এলাকার বখাটেদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে আসছিল। একই ইউনিয়নের বরিয়ান গ্রামের শাকিল হোসেন নামের এক তরুণ তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শাকিল। বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে নীলাকে বিরক্ত করতে থাকে ও বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকে।

স্থানীয় নারীনেত্রী লাইলী আরজুমানারাকে বিষয়টি জানায় নীলা আক্তার। নারীনেত্রী লাইলী শাকিলের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন।

সর্বশেষ ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে নীলা আক্তার ও শাকিল হোসেনের বাবা-মাকে বেগুনবাড়ি বাজারে ডাকা হয়। নীলা আক্তার উপস্থিত সকলের সামনে সমস্যাটি তুলে ধরেন। আলোচনার এক পর্যায়ে নীলার মা শাকিল হোসেনের বাবার ওপর দায়িত্ব দেন যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে আইনের সহযোগিতা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। শাকিলের বাবা জানান যে তিনি তার ছেলেকে শাসন করবেন এবং বোঝাবেন। গ্রামের কয়েকজন নীলা ও শাকিলের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব দিলে লাইলী আরজুমানারা এর বিরোধিতা করেন। তিনি এলাকাবাসীদের বোঝান যে, এ অবস্থায় তাদের বিয়ে দেওয়া হবে আরও একটি অপরাধ। পরে উভয় পক্ষই লাইলী'র উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। এভাবে নারীনেত্রী লাইলী আরজুমানারার সক্রিয়তার কারণে নীলা আক্তার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। বর্তমানে সে নির্ভয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে

আলালপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) ফলো-আপ সভা

প্রান্তিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নের আলালপুর গ্রামে 'আলালপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলো-আপ সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিল: ১. পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে কার্যক্রমের অগ্রগতি যাচাই, ২. সামাজিক মানচিত্র ও ২১০টি খানার তথ্যের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ ও দায়িত্ব বণ্টন, ৩. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বল্প পুঁজিতে স্বাবলম্বী হওয়া, ৪. ঝরে পড়া রোধ এবং বিগত তিন মাসের অর্জন। সভায় বিগত সময়ে অর্জিত কিছু ফলাফল তুলে ধরা হয়। সভায় আগামী তিন মাসের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয় ও যোগ্যতা অনুযায়ী সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

রংপুর অঞ্চল

গংগাচড়ায় অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার দুটি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হলো গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ। ভিডিটির মালিকানা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বে স্ব স্ব ইউনিয়নকে এসডিজি ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল এসব প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

১১-১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে গংগাচড়া ইউনিয়নে এবং ১৩-১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কোলকোন্দ ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ দুটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এসব প্রশিক্ষণে পূর্ব মূল্যায়ন, উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, ভিডিটি কী, ভিডিটি কীভাবে কাজ করে, এমডিজি, এসডিজি, ইউনিয়ন পরিষদের কাজ ও নাগরিক সেবাসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন দলের সম্পর্ক ও কর্মকৌশল, নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে এবং এলাকা সমন্বয়কারী মো. শামসুদ্দীন প্রমুখ।

নারীনেত্রী ওছপেয়ারা খাতুনের প্রচেষ্টায় বন্ধ হলো সুমাইয়ার বাল্যবিয়ে

নারীনেত্রী মোছা. ওছপেয়ারা খাতুনের ও শোভা রাণী সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ হলো সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মোছা. সুমাইয়া আক্তারের বাল্যবিয়ে। ৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়নের ব্রমোত্তর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

জন্মের দুই বছর পর সুমাইয়ার বাবা আজিজুল ইসলাম মারা যান। এরপর তার মা সুমাইয়াকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে ঢাকায় চলে যান। অসহায় সুমাইয়া তার নানা মো. আবু বক্কর-এর বাড়িতে বড় হতে থাকে। অন্যদিকে সুমাইয়াকে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান তার নানা ও মামা। তাই তারা পাশ্ববর্তী খলেয়া ইউনিয়নের স্ত্রী পরিত্যক্ত এক পাত্রের সঙ্গে ১৩ বছরের সুমাইয়ার বিয়ে দেওয়ার সকল প্রস্তুতি নেন। বিয়ের একদিন আগেই পাত্র তার বোন-সহ সুমাইয়ার নানা আবু বক্করের বাড়িতে চলে আসে।

৪ নভেম্বর বিকেল বেলা স্থানীয় নারীনেত্রী মোছা. ওছপেয়ারা খাতুনের মেয়ে রিয়ামনিকে তার বিয়ের কথা জানায় সুমাইয়া। রিয়া বাড়িতে এসে তার মা ওছপেয়ারাকে সব খুলে বলে। নারীনেত্রী ওছপেয়ারা গ্রামের কয়েকজন সচেতন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করলে সকলেই তাকে বিয়ে বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ দেন।

এরপর তিনি সুমাইয়ার নানা আবু বক্করের সঙ্গে দেখা করে তাকে বাল্যবিয়ের কুফল এবং এই অপরাধের আইনি শাস্তির কথা জানান। কিন্তু বিয়ের সব আয়োজন হয়ে গেছে এমন যুক্তিতে নানা বিয়ে ভাঙতে রাজি হলেন না। তখন সরাসরি বর পক্ষকে চাপ দিয়ে ওছপেয়ারা বলেন, যদি তারা বিয়ে বন্ধে রাজি না হন, তাহলে প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হবে। অপরদিকে আরেক নারীনেত্রী শোভা রাণী সুমাইয়াকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। এ পর্যায়ে প্রশাসনের ভয়ে বরপক্ষ পালিয়ে চলে যায়। এভাবে নারীনেত্রী ওছপেয়ারা খাতুনের প্রচেষ্টায় বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে বেঁচে যায় সুমাইয়ার জীবন। সুমাইয়া বর্তমানে তুলশির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে।

ঢাকা অঞ্চল

সবজি চাষে স্বাবলম্বী গৃহিণী রেখা আক্তার

স্বামীর সীমিত আয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি–এসব কারণে রেখা আক্তারের পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই ছিল। সন্তানদের লেখাপড়ার

খরচ, পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করতে তাদের হিমসিম খেতে হতো। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের বাসিন্দা রেখা আক্তার একটি প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে অবস্থা থেকে নিজ পরিবারকে স্বস্তি দিতে পেরেছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় ১৫-১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দিঘী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ। দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন দিঘী গ্রামের রেখা আক্তার। এ প্রশিক্ষণ থেকে উৎসাহ পেয়ে তিনি তার প্রতিবেশীর পাঁচ শতাংশ অনাবাদী জমি বর্গা নেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করে এবং প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সবজি বীজ কাজে লাগিয়ে রেখা আক্তার ঐ জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার ছাড়া ও কীটনাশকবিহীন উপায়ে লাল শাক, পালং শাক, মিষ্টি কুমড়া ও লাউ চাষ করেন। রেখা আক্তারের উৎপাদিত বিষমুক্ত সবজি এলাকার সচেতন ভোক্তাদের কাছে ব্যাপক চাহিদা পায়। বাজারে নেওয়ার আগেই ক্রেতারা বাড়িতে এসেই এসব সবজি কিনে নিয়ে যান। সবজি আবাদে পরিবারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে সব খরচ বাদে রেখা আক্তার প্রায় পনের হাজার টাকা মুনাফা করেন। সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে তিনি এখন বেশ উৎসাহ বোধ করছেন। আরও বড় পরিসরে সবজি আবাদের জন্য সম্প্রতি তিনি আরেকটি জমি বর্গা নিয়েছেন।

বরিশাল অঞ্চল

এসডিজি ইউনিয়ন গড়তে কীর্তিপাশা ইউনিয়নে পরিকল্পনা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় এবং গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) আয়োজনে ঝালকাঠি জেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নে ভিশন বেইজড এসডিজি ইউনিয়ন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৩ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে কীর্তিপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে উক্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কীর্তিপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আব্দুর রহিম মিয়া। কর্মশালায় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ভিডিটির সদস্যবৃন্দ, উজ্জীবক, নারীনেত্রী এবং ইয়ুথ লিডার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিকল্পনা ও কর্মশালার শুরুতে দশটি নির্বাচিত গ্রামের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষার (পিআরএ) মাধ্যমে চিহ্নিত এসডিজিভিত্তিক সমস্যা উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয়ভাবে সেগুলোর সমাধান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

উক্ত পরিকল্পনা ও কর্মশালায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী মেহেদী হাসান তানভীর। এসডিজির অভীষ্টসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মেহের আফরোজ মিতা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউপি চেয়ারম্যান প্রকৌশলী আবদুর রহিম মিয়া বলেন, 'এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য স্থানীয়ভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে।'

কর্মশালায় উথাপিত সমস্যাগুলোর সমাধানে সম্মলিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উপস্থিত সকলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

খুলনা অঞ্চল

এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জন ও এসডিজি উপজেলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জন ও এসডিজি উপজেলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাঈদ মেহেদী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। মতবিনিময় সভায় কালিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ, স্থানীয় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, নারীনেত্রী, আইনজীবী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, যুব নেতৃবৃন্দ ও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার এসডিজির অভীষ্টসমূহ কী কী এবং সে সকল লক্ষ্য অর্জনে জনগণের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষুধামুক্তি সম্ভব হবে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং এর মাধ্যমেই এদেশের প্রকৃত ও

কার্যকর উন্নয়ন সাধিত হবে।' তিনি বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে একদল মানুষকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করছে, যারা স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এলাকা গঠনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করছে।' অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক কালিগঞ্জ উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দাশ বাচ্চু। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মথুরেশপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাফিয়া পারভীন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রঞ্জু, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রুবিনা আক্তার, কালিগঞ্জ উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ সাইফুল বারী সফু, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি কালিগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি শেখ মাহাবুবার রহমান, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কালিগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি শেখ আনোয়ার হোসেন, ধর্মীয় নেতা মাওলানা আবুল হোসেন, নারীনেত্রী ইলা মিত্র প্রমুখ।

মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে

বাগেরহাটের ফকিরহাটে সম্প্রীতির কাবাডি প্রতিযোগিতা আয়োজন

'তারুণ্যের শক্তিতে, সম্প্রীতি গড়ি একসঙ্গে'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর ইউনিয়নে এক কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২১ ডিসেম্বর ২০২২, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্রেভ প্রকল্পের আয়োজনে ইউনিয়নের ফলতিতা শশাধর সমাজকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফকিরহাট উপজেলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আলিমুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুলঘর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিটলার গোলদার, পিলজংগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোড়ল জাহিদুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুলঘর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু বক্কর, ব্রেভ প্রকল্পের বাগেরহাট জেলা পিভিই কমিটির সহ-সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আলতাফ হোসেন টিপু, পিভিই কমিটির সদস্য আমিরুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রেভ প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজমুল হুদা মিনা এবং উপজেলা সমন্বয়কারী জামিলা আক্তার।

খেলায় অংশগ্রহণ করেন ফকিরহাট ও বাগেরহাট উপজেলার নারী কাবাডি দল এবং ফকিরহাটের বাহিরদিয়া এবং পিলজংগ ইউনিয়নের পুরুষ কাবাডি দল। নারী কাবাডি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় ফকিরহাট উপজেলা এবং রানার্সআপ হয় বাগেরহাট উপজেলা। পুরুষ কাবাডি খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় পিলজংগ ইউনিয়ন এবং রানার্সআপ হয় বাহিরদিয়া ইউনিয়ন। খেলা শেষে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক একটি নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। এই নাটিকার মাধ্যমে ব্রেভ প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয় এবং মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাজশাহী অঞ্চল

সদিচ্ছার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উজ্জীবক আবুল কালাম আজাদ

সমাজে মানুষ আসে মানুষ যায়, এরই মধ্যে কেউ কেউ নিজস্ব প্রতিভাবলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে অনেক অবদান রেখে যান। নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার আকবরপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের বাসিন্দা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এমনই একজন মানুষ। তিনি ২০০৮ সালে আকবরপুর ইউনিয়ন পরিষদে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণ (১৩৮১তম ব্যাচ) গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তার চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– প্রশিক্ষণে পাওয়া এই স্লোগানটি তার মন কেড়ে নেয়।

প্রশিক্ষণের পর আবুল কালাম আজাদ প্রথম পর্যায়ে অল্প পুঁজি নিয়ে নিজ বাড়িতে মুদির দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। দোকানে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক মালামাল রাখার কারণে এবং মিষ্টিভাষী ও সদালাপী মানুষ হওয়ার কারণে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেন। ব্যবসায়ের পুঁজি বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি বাড়তি আয়ের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি মুরগির ফার্ম ও মৎস্য চাষ করবেন বলে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

যেই কথা সেই কাজ। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মৎস চাষ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ৩৩ শতাংশের একটি পুকুরে মৎস চাষ শুরু করেন। পাশাপাশি নিজ বাড়িতে একটি পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলেন এবং ধান ও গম কেনা-বেচার ব্যবসা করেন। সবগুলো ব্যবসাতেই সফল আবুল কালাম আজাদ। বর্তমানে তার আর্থিক দৈন্যতা দূর হয়ে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। তিনি এখন গ্রামের মানুষের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎস।

সংকলনে: মো. হারুনুর রশিদ, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সম্পাদক	নির্বাহী সম্পাদক	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	প্রকাশকাল
ড. বদিউল আলম মজুমদার	নেসার আমিন	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ	৩০ জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স,২/২ (লেভেল: ৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭, ওয়েব: www.thpbd.org, ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh